ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 39 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৯৫ ● কলকাতা ● ০২ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● শনিবার ● ১৯ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 4

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

পরিচয়

হাজার হাজার বছর ধরে সমর্পণ ধ্যান পদ্ধতি ভারতের হিমালয়ে গুরু-শিষ্য পরম্পরা থেকে প্রচলিত ছিল।

কিন্তু সেখানেই সীমিত ছিল। এই সমর্পণ ধ্যান পদ্ধতি সাধারণ মানুষ পর্যন্ত পৌঁছায়, হিমালয় স্থিত মুনি-ঋষিদের এরকম অদম্য ইচ্ছা ছিল। তাঁরা এটাও জানতেন যে সাধারণ মানুষের মত জীবনযাপনকারী এক সংসারী ব্যক্তিই এই কাজ করতে পারবে। এখন থেকে আটশ বৎসর আগেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। সাধু জ্ঞানেশ্বরজীর এরকম জোরাল ইচ্ছা ছিল যে এই জ্ঞান সাধারণ লোক পর্যন্ত পৌঁছাক। কিন্তু তিনি এরকম সংকেতও দিয়েছিলেন যে এই কাজ আটশ বৎসর পরে শুরু হবে। সব মুনি-ঋষিদের ইচ্ছা এবং স্বামী জ্ঞানেশ্বরজীর সংকেত অনুযায়ী সব ঘটে যাচ্ছিল। ঋষি-মুনিদের আত্মিক সংকেত অনুসারে সত্যের খোঁজে নির্গত এক যুবক স্বামীজী হিমালয় পৌঁছালেন। সেখানে কঠোর সাধনা করে, সমর্পণ ধ্যানকে আত্মস্থ করে তিনি সমাজে ফিরে আসেন।

ছোটবেলা থেকেই স্বামীজী পরমাত্মার অস্তিত্বের প্রতি কৌতূহলী ছিলেন, তাঁর মনে সব সময় তিনটি প্রশ্ন আসতে থাকত। পরমাত্মা কি? পরমাত্মা কোথায় থাকে? পরমাত্মাকে কিভাবে অনুভব করা যেতে পারে? তিনি তাঁর দাদু-দিদাকে সব সময় এই বিষয় নিয়েই প্রশ্ন করতে থাকতেন। তিনি তাঁর দিদার সঙ্গে কৃষ্ণের মন্দিরে এবং দাদুর সঙ্গে হনুমানের মন্দিরে যেতেন। আর তাঁদের জবাব থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে পরমাত্মার অস্তিত্ব প্রত্যেকের বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। তখন তাঁর অনুভব

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দুর্গাপুরে ৫,৪০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন

নতুন দিল্লি, ১৮ জুলাই, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে ৫,৪০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুর্গাপুর ইস্পাতনগরী হিসেবে পরিচিত। ভারতের শ্রমশক্তির অন্যতম কেন্দ্র এই শহর। দেশের উন্নয়নে এর গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই ভূমিকা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আজ এখানে যে প্রকল্পগুলির সূচনা হয়েছে, তার ফলে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হবে এবং গ্যাস ভিত্তিক পরিবহণ ব্যবস্থাপনা ও অর্থনীতির প্রসার ঘটবে। শ্রী মোদী বলেন, এই প্রকল্পগুলি "মেক ইন ইন্ডিয়া, মেক ফর দ্য

এরপর ৬ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী

এবার থেকে

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

BHABANI CHILD INSTITUTE

Estd.: 1993

ADMISSION IS GOING ON

• Nursery class for academic year 2025 will commence from Wednesday, 4th December, 2024.

• Number of seats is limited. Parents are informed to contact the below mobile numbers for further information.

ADMISSION TIME- 9 AM TO 1 PM.

CONTACT- 9083249944, 9083249933, 9083249922

ঝাড়গ্রামে এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে তিনটি হাতির মৃত্যু, রেলের গাফিলতির অভিযোগ

অরূপ ঘোষ,ঝাড়গ্রাম

ফের রেললাইনে এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ হারাল তিনটি বন্য হাতি। মর্মান্তিক এই ঘটনা ঘটেছে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে, ঝাড়গ্রাম জেলার বাঁশতলা রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। ডাউন জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় মৃত্যু হয় একটি পূর্ণবয়স্ক হাতি এবং দুটি শাবকের। দুর্ঘটনার সময় গভীর রাত—প্রায় ১টা। ঘটনাস্থল খড়্গপুর-টাটানগর রেল ডিভিশনের একটি 'ঝুঁকিপূর্ণ হাতি করিডর' হিসেবে পরিচিত এলাকা। এই ঘটনায় রেলের গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন বনদপ্তর ও হুলা পার্টির সদস্যরা। তাঁদের দাবি, দুর্ঘটনার আগেই ওই এলাকায় হাতির চলাচলের তথ্য বনদপ্তর এবং রেল কর্তৃপক্ষের যৌথ হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জানানো হয়েছিল। এমনকি রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদাও জানান, বৃহস্পতিবার রাত ১০টা ৫৬ মিনিটে রেল কর্তৃপক্ষকে সরাসরি বার্তা পাঠানো হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কেন ট্রেনের গতি কমানো হল না, কেন হর্ণ বাজিয়ে সতর্ক করা হল না, তা নিয়ে উঠছে গুরুতর প্রশ্ন।অন্যদিকে, বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, হাতির দলটি কয়েকদিন ধরেই ওই এলাকায় অবস্থান করছিল। বনদপ্তর বা হুলা পার্টির তরফ থেকে কোনও 'ড্রাইভ' বা তাড়ানোর কাজ সেই সময় চলছিল না। ফলে রেললাইনের পাশ দিয়ে হাতি তাড়ানোর অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি তাঁদের।

দুর্ঘটনার পর শুক্রবার ভোরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বনদপ্তর এবং রেলের যৌথ দল। দেখা যায়, মৃত হাতিদের ছেড়ে যেতে চাইছে না বেঁচে থাকা হাতিরা। রেল লাইনের উপর দাঁড়িয়ে পড়ে তারা ব্যাহত করে রেল চলাচল। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর বনকর্মীরা হাতিগুলিকে সরাতে সক্ষম হন। এরপর ঘটনাস্থলে আনা হয় জেসিবি যার সাহায্যে মৃত হাতিগুলিকে উদ্ধার করে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ঝাড়গ্রামের ডিএফও উমর ইমাম। তিনি জানান, "আমরা রেল কর্তৃপক্ষকে আগেই জানিয়েছিলাম। কিন্তু ট্রেনের গতি না কমানোয় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আমরা তদন্ত শুরু করেছি।" খড়্গপুর ডিভিশনের সিনিয়র ডিসিএম নিশান্ত কুমার বলেন, "আমরা গোটা বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত তদন্ত করব।"

এদিকে, এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষোভে ফেটে পড়েছে পরিবেশপ্রেমী মহল। জঙ্গলমহল স্বরাজ মোর্চার কেন্দ্রীয় সভাপতি অশোক মাহাতো ঝাড়গ্রামের জেলাশাসকের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় বনমন্ত্রীর উদ্দেশে একটি চিঠি পাঠান। সেখানে সাত দফা দাবি জানানো হয়েছে—ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত, ঝুঁকিপূর্ণ রেলপথকে 'হাতি করিডর' হিসেবে ঘোষণা, রাত্রিবেলা ট্রেনের গতি নিয়ন্ত্রণ, ফার্মাল ক্যামেরা বসানো ও প্রযুক্তিগত নজরদারি চালু করা প্রভৃতি।

স্মৃতিতে ফিরে আসছে সাত বছর আগের সেই একই ধরনের দুর্ঘটনা, যেখানে একইভাবে এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছিল দাঁতাল হাতি। প্রশ্ন উঠছে—দীর্ঘদিন ধরে একের পর এক একই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলেও, তার থেকে কোনও শিক্ষা নিচ্ছে কি রেল কর্তৃপক্ষ? হাতিদের প্রাকৃতিক বিচরণক্ষেত্রে রেলের অবাধ দৌরাত্ম্য আর কত প্রাণ কেড়ে নেবে, উত্তর খুঁজছে গোটা জঙ্গলমহল।

প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ভাইজাগে এই প্রথম দেশীয় নকশায় তৈরি ডাইভিং সাপোর্ট ভেসেল আইএনএস নিস্তার ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই, ২০২৫

প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী শ্রী সঞ্জয় শেঠের উপস্থিতিতে আজ বিশাখাপত্তনমে প্রথম দেশীয় নকশায় তৈরি ডাইভিং সাপোর্ট ভেসেল 'আইএনএস নিস্তার' ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিমিটেড যে দুটি এ ধরণের জলযান নির্মাণ করছে তার মধ্যে এটি প্রথম। গভীর সমুদ্রে জলের নীচ দিয়ে চলাচল এবং উদ্ধারকাজ পরিচালনা করতে পারবে এই জলযান। নৌবাহিনীতে এই জলযানের অন্তর্ভুক্তিতে, বিশ্বে ভারতীয় নৌবাহিনীর ক্ষমতা প্রতিফলিত হয়েছে।

ভাষণে প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, দেশীয় উদ্ভাবনী প্রযুক্তির মাধ্যমে ধারাবাহিকতার সঙ্গে যেভাবে যুদ্ধ জাহাজ নির্মাণ করছে নৌবাহিনী, এতে দেশীয় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের নিরন্তর বিস্তার ঘটছে। এই উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে জানান তিনি। ভারতীয় নৌবাহিনীতে 'আইএনএস নিস্তার'-এর অন্তর্ভুক্তি দেশের নৌবাহিনীর ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে বলে তিনি জানান। শ্রী সঞ্জয় শেঠ বলেন, দেশীয়ভাবে জাহাজ নির্মাণ শিল্প সরকারের 'আত্মনির্ভর ভারত' অভিযানের অন্যতম স্তম্ভ। বর্তমানে ৫৭টি নতুন যুদ্ধ জাহাজ দেশীয়ভাবে নির্মিত হচ্ছে বলে তিনি জানান।

শ্রী সঞ্জয় শেঠ সশস্ত্র বাহিনীর দক্ষতার ওপর আস্থা প্রকাশ করে বলেন, ভারত প্রতিপক্ষের যে কোনও ধরণের দুঃসাহসিক কাজ মোকাবিলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

এরপর ৫ পাতায়

টেন্ডার

TENDER NOTICE

E Tender is invited though online Bid System vide **NIeT No. 05/Rampara-IGP/2025-26, 06/Rampara-IGP/2025-26** & **07/Rampara-IGP/2025-26** With Vide **Memo No.-295/15th CFC (Unied)/2025-26, 296/Ram-I/5th SFC (Tied)/2025-26 & 297/15th CFC (Tied)/2025-26 Dated:-17/07/2025** by the Prodhan Rampara-I Gram Panchayat. Last date of Application **30-07-2025 up to 12.00 pm Hours**. Interested contractors please visit **htpp://wbtenders.gov.in**. And Tender is invited though offline Bid System vide NIT No.

Sd/-, Prodhan
Rampara-I Gram Panchayet
Rampara, Murshidabad

(১ম পাতার পর)

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দুর্গাপুরে ৫,৪০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন

ওয়ার্ল্ড" ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বাস্তবায়িত হবে। ফলস্বরূপ এই অঞ্চলের যুবক-যুবতীদের জন্য বহু কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হবে। সংশ্লিষ্ট উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির জন্য তিনি সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার সংকল্প নেওয়া হয়েছে। এর জন্য বেশ কিছু সংস্কারমূলক পরিবর্তন বাস্তবায়িত হচ্ছে, যা আসলে উন্নত ভারত গঠনের মূল ভিত্তি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, সামাজিক, ডিজিটাল এবং বাস্তব ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিকাঠামোমূলক প্রকল্পের সূচনা। তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন, যার মধ্যে রয়েছে : দরিদ্রদের জন্য ৪ কোটির বেশি পাকা বাড়ি নির্মাণ, কয়েক কোটি শৌচাগার নির্মাণ, ১২ কোটির বেশি বাড়িতে নলবাহিত জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়া, হাজার হাজার কিলোমিটার নতুন সড়ক, মহাসড়ক ও রেল পথ নির্মাণ, দেশের ছোট ছোট শহরগুলিতে বিমানবন্দর গড়ে তোলা এবং প্রতিটি গ্রামে ও বাড়িতে ইন্টারনেট পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। অত্যাধুনিক এই পরিকাঠামোর ফলে পশ্চিমবঙ্গ সহ প্রতিটি রাজ্য উপকৃত হবে। রাজ্যে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে যে ক'টি রাজ্যে সব থেকে বেশি বন্দে ভারত ট্রেন চলাচল করে তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম। কলকাতায় মেট্রো রেলের দ্রুত সম্প্রসারণের পাশাপাশি রাজ্যে নতুন নতুন রেল লাইন স্থাপন, বিভিন্ন রেলপথে দ্বিতীয় লাইন নির্মাণ এবং বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ চলছে। পশ্চিমবঙ্গে আজ রেলপথের উপর দুটি উড়ালপুলও উদ্বোধন করা হয়েছে। এর ফলে, বাংলার মানুষের জীবনযাত্রা আরও সহজ হবে।

শ্রী মোদী বলেন, উড়ান প্রকল্পের আওতায় এই অঞ্চলে যে বিমানবন্দর উদ্বোধন করা হয়েছে, সেটি প্রতি বছর ৫ লক্ষ মানুষ ব্যবহার করেন। এই পরিকাঠামোগুলির ফলে মানুষের চলাচলে যেমন সুবিধা হয়েছে, পাশাপাশি বহু মানুষের কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলির কাজে ব্যবহৃত কাঁচামাল উৎপাদনের মধ্য দিয়েও প্রচুর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ১০-১১ বছর ধরে ভারতে গ্যাস পরিবহণে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। এই দশকে দেশের বেশিরভাগ বাড়িতে রান্নার গ্যাস পৌঁছে যাওয়ার বিষয়টি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। সরকারের "এক দেশ, এক গ্যাস গ্রিড" প্রকল্প এবং প্রধানমন্ত্রী উর্জা গঙ্গা যোজনা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর আওতায় পূর্বাঞ্চলের ৬টি রাজ্যে গ্যাসের পাইপলাইন বসানো হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ এর মধ্যে অন্যতম। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল, ব্যয়সাশ্রয়ী মূল্যে পাইপের মাধ্যমে শিল্প সংস্থা এবং গৃহস্থের বাড়ির রান্নাঘরে রান্নার গ্যাস পৌঁছে দেওয়া। এছাড়াও এই গ্যাস সিএনজি গাড়ি চালাতে সাহায্য করবে। যেসব শিল্প সংস্থা গ্যাস ভিত্তিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার করবে, তারাও এই প্রকল্পে উপকৃত হবে। জাতীয় গ্যাস গ্রিডের অংশ হিসেবে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তিনি সন্তোষপ্রকাশ করেন। এর ফলে, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩০ লক্ষ বাড়িতে ন্যায্য মূল্যে পাইপের মাধ্যমে গ্যাস সরবরাহ করা যাবে। ফলস্বরূপ আমাদের মা ও বোনেরা সহ লক্ষ লক্ষ পরিবারের সদস্যরা উপকৃত হবেন। এই প্রকল্পগুলি থেকেও বহু মানুষ কাজ পাবেন।

শ্রী মোদী দুর্গাপুর ইস্পাত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র ও রঘুনাথপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মানোন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্পের সূচনা করেছেন। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই কেন্দ্রগুলি পরিচালিত হবে। একাজে বিনিয়োগ করা হবে প্রায় ১,৫০০ কোটি টাকা। ফলস্বরূপ, এই দুটি কেন্দ্র আরও দক্ষভাবে পরিচালিত হবে। তিনি বাংলার মানুষকে এই প্রকল্পগুলি সফলভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় অভিনন্দন জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতের কলকারখানা অথবা কৃষি ক্ষেত্র – বর্তমানে সর্বত্র অভিন্ন এক সংকল্প কার্যকর করা হচ্ছে, তা হল ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারত গড়ে তোলা। তাঁর সরকার উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন, স্বনির্ভরতার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে সুপ্রশাসনকে নিশ্চিত করেছে। তাঁর ভাষণের শেষে তিনি ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় পশ্চিমবঙ্গকে চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সি.ভি. আনন্দ বোস, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী হরদীপ সিং পুরি, শ্রী শান্তনু ঠাকুর, ডঃ সুকান্ত মজুমদার সহ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রেক্ষাপটঃ

পশ্চিমবঙ্গে তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, সড়ক এবং রেল ক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

এই অঞ্চলের তেল ও গ্যাস পরিকাঠামোকে উজ্জীবিত করতে প্রধানমন্ত্রী ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (বিপিসিএল)-এর সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশান প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। ১,৯৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় এই প্রকল্প চালু হয়েছে। এর সাহায্যে বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও বাড়িগুলিতে পিএনজি সংযোগ প্রদান করা হবে। এই প্রকল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হবে।

প্রধানমন্ত্রী দুর্গাপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত ১৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ দুর্গাপুর-হলদিয়া প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনটি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। এটি প্রধানমন্ত্রী উর্জা গঙ্গা প্রকল্প নামেও পরিচিত। দুর্গাপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে ১,১৯০ কোটি টাকা। পূর্ব বর্ধমান, হুগলি ও নদীয়া জেলার মধ্য দিয়ে এই পাইপলাইন গেছে। এক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। পাশাপাশি, এই অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ বাড়িতে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

পরিচ্ছন্ন বায়ু ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণে প্রধানমন্ত্রী দুর্গাপুর স্টিল থার্মাল পাওয়ার স্টেশন এবং রঘুনাথপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে রেট্রোফিটিং পলিউশন কন্ট্রোল সিস্টেম ফ্লু গ্যাস ব্যবস্থার (এফজিডি) সূচনা করেন।

রেল পরিকাঠামোকে উজ্জীবিত করতে প্রধানমন্ত্রী পুরুলিয়া থেকে কোটশিলা পর্যন্ত রেললাইন ডাবলিং করার কাজটি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। এর ফলে, জামশেদপুর, বোকারো, ধানবাদ, রাঁচি ও কলকাতার মধ্যে যোগাযোগ উন্নত হবে, পণ্য পরিবহণ ক্ষমতা বাড়বে, যাত্রার সময় কমবে এবং শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হবে।

প্রধানমন্ত্রী পশ্চিম বর্ধমানের তপসি ও পাণ্ডবেশ্বরে সেতু ভারতম কর্মসূচির আওতায় ৩৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি সেতুর উদ্বোধন করেছেন। এই সেতু ও ওভারব্রিজগুলি যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার পাশাপাশি, রেলের লেভেল ক্রসিং-এ দুর্ঘটনা রুখতেও সহায়ক হবে।

সম্পাদকীয়

দিল্লিতে দিলীপের মুখে 'লাগাম' হাই কমান্ডের

বঙ্গ বিজেপির অন্দরের টানাপোড়েনে এই মুহূর্তে শুভেন্দু-সুকান্তর লবিই যে বেশি শক্তিশালী, সেটা একপ্রকার স্পষ্ট হয়ে গেল শুক্রবার। একদিকে যেখানে দুর্গাপুরে শুভেন্দু অধিকারী এবং সুকান্ত মজুমদারদের সরকারি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পাশে স্বমহিমায় আসীন হতে দেখা গেল, তখন দিল্লিতে দিলীপের মুখে একপ্রকার লাগাম পরানোর চেষ্টা করল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।বস্তুত, লোকসভা ভোটের পর থেকে বিজেপির অন্দরে ক্রমশই কোণঠাসা হচ্ছেন দিলীপ। এই মুহূর্তে তাঁর কোনও সাংগঠনিক পদ নেই। কোনওরকম সরকারি পদেও তিনি নেই। দলের পাওয়ার স্ট্রাগলেও ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছেন সেটা শুক্রবার একপ্রকার স্পষ্ট হয়ে গেল। যেখানে শুভেন্দু-সুকান্তরা মোদির পাশে বসে লাইম লাইট কুড়োলেন, সেখানে দলের অন্যতম 'সফল' রাজ্য সভাপতিকে কার্যত আরও অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হল। শমীক ভট্টাচার্য রাজ্য সভাপতি হয়ে আসার পর তাঁর পুনরুজ্জীবনের যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, সেটার আপাতত সলিলসমাধি বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রীর সভায় দিলীপ ঘোষ ডাক পান কিনা, সে নিয়ে দীর্ঘদিন বঙ্গ বিজেপির অন্দরে টানাপোড়েন চলেছে। শেষমেশ মোদির সভায় ডাকা হয়নি দিলীপকে। একটা সময় তিনি গোঁ ধরে বসেছিলেন দল যদি মঞ্চে জায়গা না দেয়, তাহলে সাধারণ দর্শকদের মধ্যে বসেই তিনি প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ শুনবেন। শেষপর্যন্ত অবশ্য সেই পণ থেকে সরে দিল্লি চলে যান দিলীপ। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলে দাবি ছিল, দিলীপবাবুকে হাই কম্যান্ডই ডেকে পাঠিয়েছে। কিন্তু শুক্রবার সকালে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার বাড়িতে গিয়েও তাঁর দেখা পাননি মেদিনীপুরের প্রাক্তন সাংসদ।

বিকালে ফের নাড্ডার বাড়ি যান তিনি। ঘণ্টাখানেক দিলীপের সঙ্গে কথা হয় বিজেপি সভাপতির। কিন্তু সেই কথোপকথন দিলীপের জন্য খুব একটা উর্বর হয়নি বলেই সূত্রের খবর। শোনা যাচ্ছে, ঘণ্টাখানেকের বৈঠকে দিলীপকে সমঝে দেওয়া হয়েছে তিনি যেভাবে বারবার সংবাদমাধ্যমে বেফাঁস মন্তব্য করে দলকে অস্বস্তিতে ফেলছেন, সেটা বরদাস্ত করা হবে না। সংবাদমাধ্যমে আরও সংযত থাকতে হবে। গত কয়েকমাসে দিলীপের একাধিক কর্মকাণ্ডে দল যে বিরক্ত সেটাও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। এর মধ্যে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে গিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করেছেন। একুশের মঞ্চে থাকবেন না, জোর গলায় বলেননি। তাতে রীতিমতো আপত্তি জানিয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। দিলীপ প্রকাশ্যে অবশ্য ওই বৈঠক নিয়ে বিশেষ কিছু বলেননি। তাঁর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'ঘণ্টাখানেক কথা হল, অনেক গল্প হয়েছে।'

মাতৃ স্বপ্নাদেশে তৈরি হয়েছিল আদ্যাপীঠ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সপ্তম পর্ব)

চেষ্টা বা হাসপাতাল তৈরি করা হবে।

অন্নদা ঠাকুরের প্রয়াণ

বাংলার ১৩৩৫ সালে অন্নদা ঠাকুর পুরীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর প্রয়াণের এত বছর পরেও, ভক্ত- শিষ্য ও ব্রহ্মচারীরা সেই নির্দেশ মানছেন অক্ষরে অক্ষরে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, অ্যাম্বুল্যান্সে তৈরি হয় ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসালয়। এসব সবি আজকের দিনে ইতিহাস, তবে মন্দির স্থাপনের মূল ভাবটা চিন্তা একটু ধারণা দেওয়া যাক এই লেখার মধ্যে।আদ্যপীঠের মূল মন্দিরটি তার স্থাপত্য এবং প্রতীকী উভয় ক্ষেত্রেই অনন্য। নিখুঁত সাদা মার্বেল দিয়ে তৈরি, এটি সত্যিই তিনটি মন্দির একে অপরের ভিতরে অবস্থিত। মন্দিরের প্রতীকবাদ শুধুমাত্র হিন্দু বিশ্বাসের সকল দিকের ঐক্যকেই বোঝায় না, বরং একটি অভিন্ন লক্ষ্যের দিকে সমস্ত ধর্মের ঐক্যকে নির্দেশ করে: মানবতার ঈশ্বরের উপলব্ধি। এর চূড়ায় শিবের ত্রিশূল, চাঁদ এবং তারা, ক্রস এবং হ্যান্ড ফ্যান যথাক্রমে হিন্দু, ইসলাম, খ্রিস্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতীক।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

জলঢাকা নদীর চরে পূর্ণবয়স্ক হাতির মৃতদেহ

সুকুমার বিশ্বাস, জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি জেলার জলঢাকা নদীর চরে মৃত হাতি দেখা যায়। ঝিরঝির বৃষ্টির মাঝে মূর্তি নদীর ও জলঢাকা নদীর সংলগ্ন এলাকায় পূর্ণবয়স্ক মহিলা হাতি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় চড়ে। পাশেই রয়েছে জাতীয় গুরু মারা ফরেস্ট। জলঢাকা নদীর এক প্রান্তে রয়েছে রামশাই অন্য প্রান্তে রয়েছে ডুয়ার্সের অন্তর্গত নাথুয়ার। রামসাই ও নাথুয়ার জলঢাকা মধ্যবতী অংশেই বড় মাপের অন্য বয়স্ক মহিলা হাতি পড়ে থাকতে দেখা যায়। সকালে ঘুম থেকে উঠেই স্থায়ী বাসিন্দারা নদীর চরে গেলে হঠাৎ দেখতে পান পূর্ণবয়স্কর হাতি পড়ে আছে। এরপর খবর দেওয়া হয় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ও পুলিশ প্রশাসনকে। নাথুয়ার রেঞ্জার অফিসার এই হাতিটির পড়ে থাকতে রয়েছে তা নিয়ে বিশেষ ভাবে তদন্ত শুরু করছে। সূত্রের খবর জানা যায়, হাতি টি পূর্ণবয়স্ক অসুস্থতার কারণে সম্ভবত মারা গেছে। ঠিকমতো চলতে পারত না।এবং নদীর চরে আটকে পড়ে এবং হাঁটা চলাচল করতে পারেনি। অসুস্থতার কারণে সম্ভবত হাতি টি মারা গেছে। এবং হাতি টি কিভাবে মারা গেল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করছে বনদপ্তর ও রেঞ্জার অফিসার।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এখানে কালী স্বাস্থ্যবতী, শ্যামবর্ণা, দিগম্বরী ও মুক্তকেশী; শবরূপ মহাদেবের উপরে তাঁর আসন। তাঁর জিভ মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। চার হাতের মধ্যে দুই বাম হাতে অসি ও মানুষের মাথা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভূ-স্থানিক সরঞ্জাম ব্যবহারে পথিকৃৎ সিআইএফআরআই-কে "জাতীয় ভূ-স্থানিক পেশাদার পুরস্কার ২০২৫"-এ সম্মানিত করা হল

কলকাতা, ১৮ জুলাই, ২০২৫

ভারতের কৃষি গবেষণা পর্ষদ ও কেন্দ্রীয় অভ্যন্তরীণ মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইসিএআর - সিআইএফআরআই), ব্যারাকপুর, "জাতীয় উন্মুক্ত উৎস ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা সংক্রান্ত দিবস" উদযাপন উপলক্ষে মুম্বইয়ের আইআইটিতে "জাতীয় ভূ-স্থানিক পেশাদার পুরস্কার ২০২৫"-এ ভূষিত হয়েছে।

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার প্রাক্তন চেয়ারম্যান, পদ্মশ্রী ডঃ এ এস কিরণকুমার সিআইএফআরআই-এর অধিকর্তা ডঃ বি কে দাস-এর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন।

এই সম্মান আইসিএআর - সিআইএফআরআই-এর মৎস্য গবেষণা ও পরিবেশের নজরদারিতে ভূ-স্থানিক প্রযুক্তির প্রসংশনীয় ব্যবহারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রদান করা হয়েছে। গত দুই দশকে প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে তার নানা প্রযুক্তি-ভিত্তিক সফটওয়্যার ব্যবহার করছে, যেগুলির মাধ্যমে মানচিত্র বিশ্লেষণ, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিবেশগত পর্যবেক্ষণ করা হয়।

এই মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠানটির বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে সুস্থায়ী অভ্যন্তরীণ মাছচাষ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ অবদানের প্রতিফলন।

প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম কৃতিত্ব হল আধা-স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ০.২ হেক্টরের অধিক আয়তনের জলাশয়ের সীমানা নির্ধারণ। এটি বিভিন্ন উপগ্রহ চিত্রের সহায়তায় করা হয়েছে এবং সংগৃহীত মাছের ক্ষেত্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি লাভের পর এবং উৎপাদনের তথ্য দ্বারা যাচাই করা হয়েছে।

"নমামি গঙ্গে" কর্মসূচির আওতায়, গঙ্গা নদী অববাহিকায় মৎস্য সম্পর্কিত ভূস্থানিক সরঞ্জামের সাহায্যে চিত্রায়ন ও ব্যবস্থাপনার কাজ করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি ছোট জলাশয় এবং ডুবে থাকা জলজ উদ্ভিদের মানচিত্রায়নে আকাশযান বা ড্রোনের ব্যবহারের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে, যা উৎপাদনশীলতা বাড়াতে ও আগাছা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।

সিআইএফআরআই সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত উৎস প্রযুক্তির উপর নির্ভর জাতীয় অনলাইন মানচিত্র ভিত্তিক তথ্যব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। তারা ইতিমধ্যেই ২০টি রাজ্যের জলাশয়ের মানচিত্র প্রস্তুত করেছে এবং "জলাশয় তথ্যব্যবস্থা" সহ একাধিক ডিজিটাল পরিকাঠামো তৈরি করেছে।

দূরসংবেদী পদ্ধতির প্রয়োগে তারা ক্লোরোফিল-এ, জলতাপমাত্রা ও অম্লত্ব নিরীক্ষণ করে পরিবেশগত গুণমান নিশ্চিত করছে।

সংস্থার উন্নত ভূ-পরিসংখ্যান গবেষণার মধ্যে রয়েছে মাছ প্রজাতির বৈচিত্র্য বিশ্লেষণের জন্য সম্ভাব্যতা-ভিত্তিক পরিসংখ্যান, প্ল্যাংকটনের গতিশীলতা বোঝার জন্য বাকি ক্রটি বিশ্লেষণ এবং সময়-স্থান অনুসারে হ্রদ বা নদীর জল বিস্তৃতি ও মোহনা অঞ্চলে ইলিশ মাছের আভাস নির্ধারণ।

এছাড়াও, বর্তমানে ৫০-এর বেশি গবেষক এই প্রতিষ্ঠানে গবেষণায় যুক্ত এবং শতাধিক পেশাদার ও শিক্ষার্থীকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ-প্রদত্ত দুটি শীতকালীন বিদ্যালয়ও পরিচালিত হয়।

এইভাবে সিআইএফআরআই উন্মুক্ত উৎস ভূ-স্থানিক সরঞ্জাম ব্যবহারে মৎস্যবিজ্ঞানে জাতীয় পর্যায়ের পথপ্রদর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে উন্নীত হয়েছে।

"জাতীয় ভূ-স্থানিক পুরস্কার" দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করেছে। "তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষা"-র আওতায় জাতীয় লক্ষ্যের অংশ হিশেবে মুম্বইয়ের আইআইটিতে এই পুরস্কার প্রদান করে।

(২ পাতার পর)

প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ভাইজাগে এই প্রথম দেশীয় নকশায় তৈরি ডাইভিং সাপোর্ট ভেসেল আইএনএস নিস্তার ভারতীয় নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে

'আইএনএস নিস্তার'-এর অন্তর্ভুক্তিকে একটি প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে ভারতীয় জাহাজ নির্মাণ ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে বর্ণনা করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠী বলেন, 'আইএনএস নিস্তার' কেবলমাত্র একটি সম্পদ নয়, বরং এটি অভিযানে সক্ষম একটি গুরুত্বপূর্ণ জলযান। 'নিস্তার' ভারতীয় নৌবাহিনীর পাশাপাশি আঞ্চলিক অংশীদারদের জন্যও ডুবোজাহাজ থেকে উদ্ধারকাজে সাহায্য করবে। নৌবাহিনীতে নিস্তারের অন্তর্ভুক্তি সামুদ্রিক শিল্পক্ষেত্রে ভারতের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা তুলে ধরেছে এবং আত্মনির্ভর ভারতের আরও একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে উঠে এসেছে বলে তিনি জানান।

আইএনএস নিস্তার অত্যাধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত। এটি ৩০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত জলের নীচে উদ্ধারকাজ পরিচালনা করতে পারবে। এমনকি ডুবোজাহাজ থেকে কর্মীদের উদ্ধারও করতে পারবে। ভারতীয় নৌবাহিনীর ১১৮ মিটার লম্বা এই জলযান ১০,০০০ টন পণ্য পরিবহণে সক্ষম। এদিনের এই অনুষ্ঠানে নৌবাহিনীর অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিক এবং হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিমিটেডের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

২০৪৭ – এর মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার কারিগর হতে যুবসম্প্রদায়কে আহ্বান পীযূষ গোয়েলের

নয়াদিল্লি, ১৮ জুলাই, ২০২৫

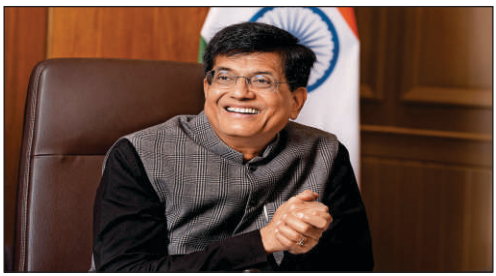

কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রী পীযূষ গোয়েল আজ নয়ডায় ইন্ডিয়াজ ইন্টারন্যাশনাল মুভমেন্ট টু ইউনাইটেড নেশনস্ (আইআইএমইউএন) সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সেখানে ছাত্র ও যুব নেতৃত্বের উদ্দেশে তিনি ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়তে যুবসম্প্রদায়ের সক্রিয় অবদানের আহ্বান জানিয়েছেন। এই বিকশিত ভারত গড়তে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী অমৃত কালের জন্য পঞ্চপ্রাণের কথা বলেছেন তার উল্লেখ করেন তিনি।

শ্রী গোয়েল বলেন, ভারত এখন বিরাট রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে চলেছে। ২০২২ সালের ১৫ অগাস্ট প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন ২০৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তির মাঝে ২৫ বছর রাষ্ট্রের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। তিনি বলেন, পঞ্চপ্রাণের প্রথম শপথ হ'ল – ভারত'কে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা। যুবরাই এই রূপান্তরের প্রাথমিক চালক।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, দ্বিতীয় শপথটি হ'ল - ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার। শতবর্ষ ধরে বিদেশি শাসনাধীনে থাকায় আস্থার মনোভাব নষ্ট হয়েছে, সেইসঙ্গে তৈরি হয়েছে চিন্তার সীমাবদ্ধতা। তিনি বলেন, সীমার মাঝে নিজেকে না বেঁধে উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যপূরণে বিশ্বমান অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তৃতীয় শপথের উল্লেখ করে ভারতের ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করতে বলেন। ভারত'কে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের গভীর তাৎপর্য রয়েছে বলে তিনি জানান।

চতুর্থ শপথ সম্পর্কে তিনি বলেন, দেশের ঐক্য এবং অখন্ডতার গুরুত্ব অপরিসীম। আইআইএমইউএন – এর প্রশংসা করে তিনি বলেন, দেশ ও বিদেশের যুবসম্প্রদায়কে তা ঐক্যবদ্ধ করবে। প্রতিটি স্তরেই ভারতীয় ঐক্যের বোধকে সঞ্চারিত করতে হবে। ভারত'কে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ প্রয়াস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চম শপথ যা দেশ গঠনে ১৪০ কোটি ভারতবাসীর সম্মিলিত সংকল্পের কথা উল্লেখ করে শ্রী গোয়েল বলেন, ভারত'কে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে দেশের নাগরিকদের পরিবারের মতো মিলেমিশে কাজ করতে হবে, দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে এবং পরস্পরের প্রতি ভালোবাসার মনোভাব বজায় রাখতে হবে।

ভারতকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যুবসম্প্রদায়কে তাঁদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন এই দায়িত্বকে তাঁদের বিশেষ অধিকার হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কাজের প্রতি কর্তব্যনিষ্ঠ হয়ে অন্যের প্রতি যত্নশীল মানসিকতার মাধ্যমে সুচারুভাবে নিজের কাজ করে যেতে হবে বলে তিনি বলেন।

শিক্ষক ও পরামর্শদাতাদের ভূমিকার প্রতি সম্মান জানিয়ে শ্রী গোয়েল বলেন, বিদ্যালয় ও কলেজে তাঁদের সেই অবদানকে আমরা প্রাপ্য হিসেবে দেখি তবে দেশ গঠন ও ব্যক্তির ভবিষ্যৎ গঠনে তাঁদের সেই ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম। জনজীবনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার জন্য যুবসম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ২০২৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণের কথা পুনরায় স্মরণ করে তিনি বলেন, রাজনীতিতে ১ লক্ষ যুবক-যুবতীকে যুক্ত করার যে আহ্বান তিনি জানিয়েছেন, তাতে তাঁরা জনসেবায় পরিবর্তনের বাহক হয়ে উঠতে পারবেন। যাবতীয় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে রাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে যৌথ সংকল্প গ্রহণের উপরও তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন।

নজরে ছাব্বিশ, বিহারের ধাঁচেই এবার ভোটার তালিকা সংশোধন বাংলাতেও!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নজরে ছাব্বিশ। বিহারে ধাঁচে এবার বাংলাতেও স্পেশাল ইনটেন্সিভ রিভিশন বা SIR! নির্বাচন কমিশনের সবুজ সংকেতের অপেক্ষা। চলতি মাসের শেষে বা আগামী মাসেই এ রাজ্যেও ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু করতে প্রস্তুত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। সূত্রের খবর তেমনই।কমিশন জানিয়েছে, ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের আগে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই সব ভোটারদের জন্মতারিখ এবং জন্মস্থানের প্রমাণ্যনথি দাখিল করতে হবে। জমা দেওয়া যাবে বার্থ সার্টিফিকেট, পাসপোর্টের মতো নথি। আবার ১৯৮৭ সালের পরে যাঁরা জন্মেছেন, তাঁদের নিজের পরিচয়ের প্রমাণ্য নথির বাবা-মায়েরও নথি জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ২০০৪ সালের ২ ডিসেম্বরের পরে জন্মগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম।সদ্য উপনির্বাচন হল নদিয়ার কালীগঞ্জ

বিধানসভা কেন্দ্রে। কমিশন সূত্রে খবর, সেই উপনির্বাচনকে রোল মডেল করেই বিহারে ভোটার তালিকার সংশোধন স্পেশাল ইনটেন্সিভ রিভিশন শুরু হয়েছে। ছাব্বিশে আগে একইভাবে পশ্চিমবঙ্গেও ভোটার তালিকার এই বিশেষ প্রক্রিয়া শুরু করতে বদ্ধপরিকর কমিশন। বস্তুত, কালীগঞ্জ উপনির্বাচনেও ভোটার তালিকা সংশোধন করে প্রায় ৫ হাজার ৮৪০ জন ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়। আবা ৩ হাজারের বেশি নাম তালিকায় ঢোকানোও হয়।

এ রাজ্যে শেষবার ভোটার তালিকা সংশোধন বা স্পেশাল ইনটেন্সিভ রিভিশন হয়েছিল ২০০২ সালে। ফলে ২০০২ সালকে 'বেস ইয়ার' ধরেই কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধন করতে চায় বলে খবর। সাধারণত নতুন ভোটার, ভোটারদের স্থানান্তর, মৃত ভোটার, ডুপ্লিকেট এপিক কার্ড নম্বর-সহ নানা কারণে ভোটার তালিকা সংশোধন করা হয়। এখন এই কাজ করতে গিয়ে কোন বুথ লেভেল অফিসার বা সমীক্ষকরা আক্রান্ত হন, সেক্ষেত্রে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এফআইআর করার অধিকার অধিকারও দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক, জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরকে।

নয়া নিয়মে, নাগরিকত্বের সুনির্দিষ্ট পরিচয়পত্র ছাড়া ভোটার তালিকায় নাম তোলা যাবে না। ২০০৩ সালের ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম ছিল না, তাঁদের জন্মস্থানের প্রমাণ্যনথি জমা করতে হবে। সঙ্গে ভারতীয় নাগরিকত্বের 'সেলফ অ্যাটেস্টেট ডিক্লেরশন'-ও।

সিনেমার খবর

নয়নতারার বিরুদ্ধে ৫ কোটি ক্ষতিপূরণ চেয়ে মামলা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণী তারকা নয়নতারা সম্প্রতি নিজের জীবনের কিছু অজানা অধ্যায় তুলে ধরেছিলেন 'নয়নতারা: বিয়ন্ড দ্য ড্রিমস' নামের এক ডকুমেন্টারিতে। এটি ২০২৪ সালের ১৮ নভেম্বর নেটফ্লিক্সে মুক্তি পায়। তবে মুক্তির পর থেকেই বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না এই প্রজেক্টটির।

প্রথমে 'নানুম রাউডি ধান' ছবির ফুটেজ অনুমতি ছাড়া ব্যবহারের অভিযোগ তুলে নয়নতারাকে আইনি নোটিশ পাঠান প্রযোজক ও অভিনেতা ধানুশ। এবার নতুন করে বিতর্কে জড়িয়েছে নয়নতারার এই ডকুমেন্টারিটি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, নয়নতারা ও তার টিম এবার ২০০৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'চন্দ্রমুখী' ছবির ফুটেজ অনুমতি ছাড়া ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ তুলেছে ছবিটির স্বত্বাধিকারী প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান এপি ইন্টারন্যাশনাল।

বারবার আইনি নোটিশ পাঠিয়েও কোনো প্রতিক্রিয়া না পেয়ে অবশেষে তারা মাদ্রাজ হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে। মামলায় নয়নতারাসহ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টার্ক স্টুডিওজ ও নেটফ্লিক্সের বিরুদ্ধে ৫ কোটি রুপি ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়েছে।

আদালত ইতোমধ্যে ডকুমেন্টারি থেকে 'চন্দ্রমুখী'র ফুটেজ মুছে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি নেটফ্লিক্স ও নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই ডকুমেন্টারির মাধ্যমে তারা ঠিক কত আয় করেছে, তার বিস্তারিত হিসাব আদালতে জমা দিতে।

এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত নয়নতারা কিংবা সংশ্লিষ্ট নির্মাতাদের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য আসেনি।

প্রিয়াঙ্কার মতো সঙ্গী পাওয়া সত্যিই সৌভাগ্যের: নিক

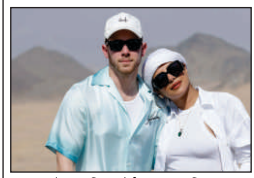

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড তারকা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এবং আমেরিকান পপ গায়ক নিক জোনাস বহুদিন ধরেই 'পাওয়ার কাপল' হিসেবে পরিচিত। বয়সের ব্যবধান নিয়ে নানা আলোচনা হলেও, দম্পতি বরাবরই পরস্পরের পাশে থেকেছেন, একে অপরকে সমর্থন দিয়েছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে স্ত্রী প্রিয়াঙ্কার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখা গেল নিককে।

নিক জানিয়েছেন, তিনি প্রায়ই তাঁদের কন্যা মালতী মেরিকে বলেন 'তোমার মা আসলে একজন সন্ন্যাসিনী।' নিকের কথায়, প্রিয়াঙ্কা এমন একজন মানুষ যিনি কখনও ভুল কিছু করেন না, সবসময়ই সৎ ও নিঃস্বার্থ।

কন্যা মালতীকে কী শেখাতে চান এমন প্রশ্নে নিক বলেন, 'দয়ালু হলে কোনও দিন অনুতাপ করতে হবে না। এমনকি পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেলেও নয়। সব সময় দরজা খোলা রাখবে, যেন সকলেই এসে আশ্রয় নিতে পারে। যেন তাঁরা তোমার বাড়িতে থাকতে পারেন, খাবার পেতে পারেন।'

স্ত্রীর প্রশংসা করতে গিয়ে নিক বলেন, 'প্রিয়াঙ্কার মতো একজন সঙ্গী পাওয়া সত্যিই সৌভাগ্যের। ওর গুণাবলির জন্যই আমি একজন ভাল বাবা হয়ে উঠতে পেরেছি। আমি ওর পাশে হাঁটতে পেরে গর্বিত।'

প্রিয়াঙ্কা ও নিকের বিয়ে হয় ২০১৮ সালে। তারপর থেকে প্রিয়াঙ্কা পাকাপাকিভাবে বসবাস করছেন আমেরিকায়। তাঁদের দাম্পত্যজীবন ও পরিবার একাধিকবার শিরোনামে এসেছে ভালোবাসা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার উদাহরণ হিসেবে।

১৮ দিনে ১৫০ কোটির দোরগোড়ায় 'সিতারে জামিন পার'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

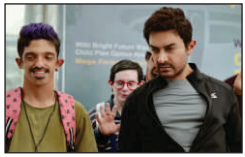

বলিউড সুপারস্টার আমির খানের নতুন চলচ্চিত্র 'সিতারে জামিন পার' মুক্তির মাত্র ১৮ দিনের মাথায় সব ভাষা মিলিয়ে আয় করেছে ১৪৯ কোটি ৮৯ লাখ টাকা।

আরএস প্রসন্ন পরিচালিত এবং জেনেলিয়া ডি'সুজা অভিনীত এই আবেগঘন নাট্যচিত্রটি ইতোমধ্যেই আমির খানের ক্যারিয়ারে পঞ্চম সর্বোচ্চ আয়কারী ছবির স্থান দখল করেছে। আয়ের দিক থেকে ছবিটি 'গজনি' এবং 'থাগস অফ হিন্দুস্তান'-এর মতো বড় বাজেটের সিনেমার চেয়েও এগিয়ে গেছে।

ছবিটি হিন্দি, তামিল ও তেলেগু ভাষায় একযোগে মুক্তি পেয়েছে। মুক্তির পর থেকেই ছবিটি দর্শক ও সমালোচকদের বিপুল প্রশংসা কুড়িয়েছে। বিশেষ করে এর হৃদয়স্পর্শী গল্প বলার ধরণ এবং অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে ব্যাপকভাবে।

প্রথম সপ্তাহে ছবিটি আয় করে শুক্রবার ১০.৭ কোটি, শনিবার ২০.২ কোটি এবং রবিবার ২৭.২৫ কোটি টাকা। এরপর প্রতিদিনই মোটামুটি আয় ধরে রেখে ছবিটি ১৮ দিনের মাথায় পৌঁছেছে ১৪৯.৮৯ কোটিতে, অর্থাৎ ১৫০ কোটির দোরগোড়ায়।

এমন আয়ের ফলে সম্প্রতি বক্স অফিসে ব্যর্থ 'লাল সিং চাড্ডা' (৬১.১২ কোটি)-এর পর এই ছবি আমির খানের জন্য এক জোরালো প্রত্যাবর্তন হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এটি শুধু আর্থিক দিক থেকে নয়, পরিবারকেন্দ্রিক দর্শকদের সঙ্গেও আমির খানের একটি আবেগময় সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছে।

অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে দলে ফেরার তাড়া নেই ডেভিডের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৭ সালের বিশ্বকাপ সামনে রেখে অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে দল পুনর্গঠনের সময় এখন। এই সংস্করণ থেকে স্টিভেন স্মিথ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও মার্কাস স্টয়নিসের অবসরের পর তৈরি হয়েছে অনেক ফাঁকা জায়গা। সেখানে টিম ডেভিডের নাম বিবেচনায় আসবে বলা যায় নিশ্চিতভাবে। তবে বিধ্বংসী এই ব্যাটসম্যান বলছেন, ওয়ানডে দলে ফেরার জন্য আপাতত লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে খেলার কোনও পরিকল্পনা তার নেই।

টি-টোয়েন্টির ফিনিশার হিসেবেই বেশি পরিচিত ডেভিড। বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলোয় সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত নামগুলোর একটি ২৯ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। ২০২২ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি দলের নিয়মিত অংশ তিনি। তার দক্ষতা ওয়ানডে ক্রিকেটেও কাজে লাগবে- এই বিশ্বাসে তাকে ২০২৩ বিশ্বকাপের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলে নিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচকরা। চোটের কারণে তখন বাইরে ছিলেন ম্যাক্সওয়েল।

২০২১ সালের আগস্ট থেকে কোনো লিস্ট 'এ' ম্যাচ না খেলেও সেবার ওয়ানডে দলে জায়গা পেয়েছিলেন ডেভিড। অভিষেক সিরিজে চার ম্যাচ খেলে যদিও তিনি ভালো করতে পারেননি। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ওই সিরিজে শেষ ওয়ানডেতে খেলার পর আর কোনো লিস্ট 'এ' ম্যাচ তিনি খেলেননি।

টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা বিগ ব্যাশের আরও দুই মৌসুমের জন্য হোবার্ট হারিকেন্সের সঙ্গে চুক্তি করেছেন ডেভিড। তবে অস্ট্রেলিয়ায় তার কোনো ঘরোয়া চুক্তি নেই। ২০২১ সালের নভেম্বরে তাসমানিয়ার হয়ে অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ওয়ানডে কাপে একটি ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। জন্মভূমি সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধিত্ব করার আগে ২০১৭-১৮ মৌসুমে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন তিনি, তারপর থেকে অস্ট্রেলিয়ায় ঘরোয়া চুক্তিতে নেই।

ওয়ানডে থেকে ম্যাক্সওয়েল ও স্টয়নিসের অবসরে ফিনিশার ভূমিকার জায়গাটা এখন শক্ত করতে হবে অস্ট্রেলিয়ার। স্মিথও অবসর নেওয়ায় আগামী বিশ্বকাপ সামনে রেখে ওয়ানডে দল পুনর্গঠন করতে হবে রেকর্ড ছয়বারের চ্যাম্পিয়নদের। তবে ডেভিড বললেন, এই মুহূর্তে ওয়ানডে খেলা নিয়ে কোনো ভাবনা নেই তার।

হ্যামস্ট্রিং চোট থেকে সেরে উঠতে বর্তমানে পার্থে পুনর্বাসন চলছে ডেভিডের। আগামী ২০ জুলাই জ্যামাইকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। আইপিএলে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ার পর এক মাস ঘরে বসে কেটেছে তার। ওই চোটে আইপিএলের প্লে-অফে খেলতে না পারলেও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর প্রথম শিরোপা জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন তিনি। প্রাথমিকভাবে হোবার্ট হারিকেন্সের হয়ে গ্লোবাল সুপার লিগ দিয়ে ফেরার ভাবনা ছিল ডেভিডের। কিন্তু তার পুনর্বাসনে প্রত্যাশার চেয়ে কিছুটা বেশি সময় লেগেছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর থেকে টানা আটটি টি-টোয়েন্টি খেলবে অস্ট্রেলিয়া। ক্যারিবিয়ানে খেলবে পাঁচটি, এরপর ঘরের মাঠে তিনটি খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। পরে প্রোটিয়াদের বিপক্ষে তিনটি ওয়ানডেও খেলবে তারা। অক্টোবরের শুরুতে তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে তারা নিউ জিল্যান্ড সফরে। অক্টোবর-নভেম্বরে ঘরের মাঠে ভারতের বিপক্ষে তিনটি ওয়ানডের পর খেলবে পাঁচটি টি-টোয়েন্টি।

ভারতীয় পেসারের বিরুদ্ধে ধর্ষণ মামলা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিপাকে পড়েছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পেসার যশ দয়াল। এক যুবতীর অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁর বিরুদ্ধে গাজিয়াবাদে ধর্ষণ মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেন যশ, পরে তিনি সেই প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসেন।

অভিযোগকারী জানান, ২১ জুন তিনি প্রথম উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর গ্রিভান্স পোর্টালে অভিযোগ জানান। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ এফআইআর দায়ের করে। অভিযোগে দাবি, যশ একাধিকবার বিয়ের আশ্বাস দিয়ে সহবাস করেন এবং মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন চালান। শুধু তাই নয়, ওই সময় আরও একাধিক মহিলার সঙ্গেও সম্পর্কে জড়ান বলে অভিযোগ।

যশের পরিবারের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে, তাঁরা বিয়ের আশ্বাস দিয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। অভিযোগকারিণী জানিয়েছেন, পরিস্থিতি এতটাই চরমে পৌঁছয় যে তিনি আত্মহত্যার কথাও ভাবেন। তিনি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট, কল রেকর্ডিং ও স্ক্রিনশট-সহ একাধিক প্রমাণ জমা দিয়েছেন পুলিশের কাছে।

যশ দয়ালের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) ৬৯ নম্বর ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই ধারায় দোষী প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানার বিধান রয়েছে।

দুর্ঘটনার কবলে ওয়েলস নারী ফুটবল দল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইউরো ২০২৫ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের ঠিক আগেই বড় ধাক্কার সম্মুখীন হয়েছে ওয়েলস নারী ফুটবল দল। মঙ্গলবার ফ্রান্সের বিপক্ষে ম্যাচের আগের দিন অনুশীলনে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় পড়ে দলটির বাস।

ঘটনাটি ঘটে সুইজারল্যান্ডের সেন্ট গ্যালেনের এরিনা স্টেডিয়ামের পথে। তবে সৌভাগ্যক্রমে বাসে থাকা সব খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ এবং অন্যান্য সদস্যরা অক্ষত রয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে ওয়েলস ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএডব্লিউ)।

দুর্ঘটনার সময় বাসে ছিলেন না প্রধান কোচ রিয়ান উইলকিনসন এবং অধিনায়ক আংহারাদ জেমস। সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিতে তারা আলাদাভাবে যাত্রা করেছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে উইলকিনসন বলেন, 'শরীরিকভাবে সবাই ভালো আছে, কিন্তু মানসিকভাবে কিছুটা আঘাত পেয়েছে। তাই আমরা আজকের অনুশীলন বাতিল করেছি।'

দুর্ঘটনার পরপরই খেলোয়াড়দের নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে অনুশীলন ঘাঁটিতে ফিরিয়ে আনা হয়। কোচ উইলকিনসন এবং অধিনায়ক আংহারাদ জেমস জানান, তারা এখন খেলোয়াড়দের মানসিকভাবে স্থিতিশীল অবস্থায় ফেরাতে কাজ করছেন।

সব কিছু ঠিক থাকলে বুধবার নির্ধারিত সময়েই ফ্রান্সের বিপক্ষে ইউরো ২০২৫-এর গ্রুপ ডি ম্যাচে মাঠে নামবে ওয়েলস নারী দল।

এফএডব্লিউও জানিয়েছে, 'এটা আমাদের জন্য একটি দুঃখজনক ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা হলেও, খেলোয়াড়দের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের প্রথম দায়িত্ব ছিল এবং সেটাই আমরা করেছি।'

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR